সূরা মূলক

বাংলা উচ্চারণ ও অর্থসহ

সূরা মুলক
মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ৩০
রুকূ ঃ ৩

تَبٰرَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ ۖ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ ۝١ الَّذِيْ خَلَقَ

১। তাবা-রাকাল্লাযী বিয়াদিহিল্ মুল্কু, ওয়া হুওয়া 'আলা- কুল্লি শাইয়িন্ ক্বাদীরু। ২। নিল্লাযী খালাক্বাল্

(১) তিনি (আল্লাহ) অতি সু-মহান, যাঁর (একক) নিয়ন্ত্রণে চলছে বাদশাহী, তিনি সর্ব বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাবান। (২) যিনি (আল্লাহ) সৃষ্টি করেছেন,

الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ۭ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ ۝٢ الَّذِيْ

মাওতা ওয়াল্ হ্বায়া-তা লিইয়াব্‌লুওয়াকুম আইয়্যুকুম আহ্‌সানু 'আমালান্; ওয়া হুওয়াল্ 'আযীযুল্ গাফূর। ৩। আল্লাযী

মৃত্যু এবং জীবন, তোমাদের মধ্যে কে নেক কাজ করে, তা পরীক্ষা করার জন্য। তিনি মহা প্রতাপশালী, ক্ষমাশীল। (৩) তিনি

خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ۭ مَا تَرٰى فِيْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ ۭ فَارْجِعِ

খালাক্বা সাব্'আ সামা-ওয়া-তিন্ ত্বিবা-ক্বান; মা- তারা- ফী খাল্‌ক্বির রাহ্‌মা-নি মিন্ তাফা-উতিন; ফারজি'ইল্

সৃষ্টি করেছেন সপ্ত আকাশ স্তরে স্তরে। তুমি করুণাময় (আল্লাহ)-এর সৃষ্টির মাঝে কোন অব্যবস্থাপনা দেখতে পাবে না, পুনরায় দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, তোমার

الْبَصَرَ ۙ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ ۝٣ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ

বাস্বারা হাল্ তারা- মিন্ ফুত্বূর। ৪। ছুম্মার্ জি'ইল্ বাস্বারা কাররাতাইনি ইয়ান্‌ক্বালিব্ ইলাইকাল্ বাস্বারু

দৃষ্টিতে কি কোন ত্রুটি ধরা পড়ে? (৪) অতঃপর তুমি বারবার (তোমার) দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, তোমার সে দৃষ্টি নীচ

خَاسِئًا وَّهُوَ حَسِيْرٌ ۝٤ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاۗءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَجَعَلْنٰهَا رُجُوْمًا

খা-সিআঁও ওয়া হুওয়া হ্বাসীর। ৫। ওয়া লাক্বাদ্ যাইয়্যান্না সামা—আদ্ দুন্‌ইয়া- বিমাস্বা-বীহ্বা ওয়া জ্বা'আল্‌না-হা- রুজূমাল্

ও দুর্বল হয়ে তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে। (৫) আমি পৃথিবীর (নিকটতম) আকাশকে সৌন্দর্যময়, করেছি প্রদীপমালা (তারকাসমূহ) দ্বারা এবং তা বানিয়েছি

لِّلشَّيٰطِيْنِ وَاَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيْرِ ۝٥ وَلِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ

লিশ্ শায়া-ত্বীনি ওয়া আ'তাদ্‌না- লাহুম 'আযা-বাস্ সা'ঈর। ৬। ওয়া লিল্লাযীনা কাফারূ বিরাব্বিহিম 'আযা-বু

শয়তানগুলোকে আঘাত করার মাধ্যম এবং তাদের জন্য আমি শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি। (৬) যারা কুফরী করে তাদের প্রতিপালকের সাথে, তাদের জন্যও রয়েছে

جَهَنَّمَ ۭ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝٦ اِذَآ اُلْقُوْا فِيْهَا سَمِعُوْا لَهَا شَهِيْقًا وَّهِيَ تَفُوْرُ ۝٧ تَكَادُ

জ্বাহান্নামা; ওয়া বি'সাল্ মাস্বীর। ৭। ইযা~উল্‌কূ ফীহা- সামি'উ লাহা- শাহীক্বাওঁ ওয়া হিয়া তাফূর। ৮। তাকা-দু

জাহান্নামের শাস্তি, সেটা খুবই নিকৃষ্ট ঠিকানা। (৭) যখন তাদেরকে তার মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে, তখন তারা জাহান্নামের আওয়াজ শোনবে, আর তা হবে উচ্ছলিত। (৮) মনে

✪ **সূরা মুলকের ফজীলত ঃ** এ সূরাটির ফযীলত সম্পর্কে হাদীসে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। তন্মধ্যে কতিপয় ফযীলত বর্ণনা করা হল। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আল্লাহর কিতাবে ত্রিশ আয়াত বিশিষ্ট একটি সূরা আছে। সে সূরাটির সুপারিশে আল্লাহ গুনাহ মাফ করবেন। অন্য এক হাদীসে বর্ণিত, কুরআন মাজীদে এমন একটি সূরা আছে, যে সূরাটি তার পাঠকারীর পক্ষে লড়বে, শেষ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করায়ে দিবেন। রাসূলুল্লাহ (সা) রাতে শোয়ার পূর্বে, সূরা আলিফ লাম মীম, আস-সাজদাহ এবং সূরা মুলক পাঠ করতেন। (কুঃ কারীম) ✪ **বিশ্লেষণ (আঃ ৫) ঃ** رجوما للشيطين - এখানে তারকা দ্বারা দুটি উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়েছে। প্রথমত- আকাশের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। যা (তারকা) প্রদীপের মত আলো বিতরণ করে। দ্বিতীয়ত- শয়তান যদি আকাশের দিকে ওঠার চেষ্টা করে তখন এ তারকা অগ্নি স্ফুলিঙ্গ হয়ে তাদের উপর পতিত হয়। (কুঃ কারীম)

تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ ۖ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ۝

তামাইয়্যাযু মিনাল্ গাইযি ; কুল্লামা~উল্ক্বিয়া ফীহা- ফাওজুন্ সাআলাহুম খাযানাতুহা~আলাম্ ইয়া'তিকুম নাযীর।
হয় যেন, তা ক্রোধে ফেটে পড়বে। যখনই তার মধ্যে কোন দল নিক্ষেপ করা হবে তাদেরকে জাহান্নামের প্রহরী জিজ্ঞাসা করবে, তোমাদের কাছে কি কোন সতর্ককারী আসেনি?

قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ ۝٩

৯। ক্বা-লূ বালা- ক্বাদ্ জা—আনা- নাযীর ; ফাকায্যাবনা- ওয়া ক্বুল্না- মা- নায্যালাল্লা-হু মিন্ শাইযিন ইন্ আন্তুম
(৯) তারা বলবে, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আমাদের কাছে সতর্ককারী এসেছিল; কিন্তু আমরা তাকে অস্বীকার করেছি এবং আমরা বলেছিলাম, আল্লাহ কোন কিছু অবতীর্ণ করে নি,

إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ۝١٠ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ۝

ইল্লা- ফী দ্বালা-লিন্ কাবীর। ১০। ওয়া ক্বা-লূ লাও কুন্না- নাসমা'উ আও না'ক্বিলু মা- কুন্না- ফী ~আস্বহা-বিস্ সা'ঈর।
তোমরাতো চরম বিভ্রান্তের মধ্যে রয়েছ।" (১০) এবং তারা বলবে, যদি আমরা শোনতাম অথবা বুদ্ধি রাখতাম তবে আজ জাহান্নামবাসী হতাম না।

فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ ۝١١ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم

১১। ফা'তারাফূ বিযাম্বিহিম্, ফাসুহ্ক্বাল্ লিআস্বহা-বিস্ সা'ঈর। ১২। ইন্নাল্ লাযীনা ইয়াখ্শাওনা রাব্বাহুম
(১১) তারা তাদের গুনাহর কথা স্বীকার করবে, সুতরাং আজ দূরে থাক, জাহান্নামবাসীরা। (১২) নিশ্চয়ই যারা তাদের প্রতিপালককে অদৃশ্যভাবে ভয় করে,

بِالْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ۝١٢ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ ۖ إِنَّهُ عَلِيمٌ

বিল্গাইবি লাহুম্ মাগ্ফিরাতুওঁ ওয়া আজ্রুন কাবীর। ১৩। ওয়া আসির্রূ ক্বাওলাকুম আওয়িজ্হারূ বিহী ; ইন্নাহূ 'আলীমুম্
তাদের জন্য রয়েছে মাগফিরাত এবং মহা প্রতিদান। (১৩) তোমরা তোমাদের কথা গোপন কর অথবা প্রকাশ কর, তিনি (আল্লাহ) অন্তরের গোপন

ع ১ ১৪ ১ রুকূ

بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝١٣ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ۝١٤ هُوَ الَّذِي

বিযা-তিস্ব স্বদূর। ১৪। আলা- ইয়া'লামু মান্ খালাক্বা ; ওয়া হুওয়াল্ লাত্বীফুল্ খাবীর। ১৫। হুওয়াল্লাযী
বিষয়াবলি ভালোভাবেই জানেন। (১৪) যিনি স্রষ্টা, তিনি কি জানেন না? তিনি সুক্ষ্মাতি সূক্ষ্মদর্শী, সর্বজ্ঞাত। (১৫) তিনিইতো (আল্লাহ)

جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۖ وَإِلَيْهِ

জা'আলা লাকুমুল্ আর্দ্বা যালূলান্ ফাম্শূ ফী মানা-কিবিহা- ওয়া কুলূ মির্ রিয্ক্বিহী ; ওয়া ইলাইহিন
ভূমিকে তোমাদের জন্য অনুগত করে দিয়েছেন, ফলে তোমরা তার বিভিন্ন দিকে চলাফেরা এবং তাঁর প্রদত্ত রিযিক থেকে আহার গ্রহণ কর। তাঁর দিকেই সবার

النُّشُورُ ۝١٥ ءَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ۝

নুশূর। ১৬। আ আমিন্তুম মান ফিস্ সামা—ই আই ইয়াখ্সিফা বিকুমুল আরদ্বা ফাইযা-হিয়া তামূর।
প্রত্যাবর্তন। (১৬) তোমরা কি এ ব্যাপারে নির্ভয় হয়ে গেছ যে, আকাশে যিনি আছেন, তিনি তোমাদেরকে সহ ভূমিকে দাবিয়ে দিবেন এবং সেটি দুলতে থাকবে?

○ বিশ্লেষণ (আঃ ১১) ঃ اصحب السعير - অর্থাৎ জাহান্নামবাসীর জন্য আল্লাহর রহমত, সেদিন (ক্বিয়ামতের দিন) দূরে থাকবে। কেউ বলেন- سحق জাহান্নামের একটি নাম। (কুঃ কারীম) ○ টীকা (আঃ ১৪) ঃ এ প্রমাণটির সারমর্ম এই যে, তিনি প্রত্যেক বস্তুর স্বাধীন স্রষ্টা, অতএব তোমাদের উক্তি ও অবস্থাসমূহেরও স্রষ্টা, কোন বস্তুকে স্বাধীনভাবে সৃষ্টি করতে হলে পূর্বে তা সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। অতএব, যাবতীয় সৃষ্টবস্তু সম্বন্ধে তাঁর পূর্ণ জ্ঞান থাকা অনিবার্য। মানুষের উল্লেখ সম্ভবতঃ এ জন্য করা হয়েছে যে, মানুষ কাজের চেয়ে কথা অধিক বলে। ফলকথা– তিনি সমস্ত বিষয় অবগত আছেন। প্রত্যেককে যথোচিত বিনিময় দান করবেন।

(১৭) أَمْ أَمِنْتُمْ مَّنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُّرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ۖ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ۝

১৭। আম আমিন্‌তুম মান্ ফিস্ সামা—ই আইঁ ইউর্‌সিলা 'আলাইকুম হ্বা-স্বিবান ; ফাসাতা'লামূনা কাইফা নাযীর।
(১৭) অথবা তোমরা এ ব্যাপারে নির্ভয় হয়েছ যে, আকাশে যিনি আছেন তিনি তোমাদের ওপর শিলাবর্ষণকারী মেঘ প্রেরণ করবেন? সুতরাং তোমরা অচিরেই জানবে যে, আমার ভীতি প্রদর্শন কেমন ছিল।

(১৮) وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۝ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ

১৮। ওয়া লাক্বাদ্ কায্‌যাবাল্ লাযীনা মিন্ ক্বাব্‌লিহিম ফাকাইফা কা-না নাকীর। ১৯। আওয়ালাম ইয়ারাও ইলাত্ব ত্বাইরি
(১৮) তাদের পূর্ববর্তীরাও অস্বীকার করেছিল, পরিণামে তাদের প্রতি আমার শাস্তি কেমন হয়েছিল? (১৯) তারা কি তাদের উপরের উড়ন্ত পাখিগুলোর প্রতি

فَوْقَهُمْ صَٰٓفَّٰتٍ وَيَقْبِضْنَ ۚ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَٰنُ ۚ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ۝

ফাওক্বাহুম স্বা—ফ্‌ফা-তিওঁ ওয়া ইয়াক্ববিদ্‌না। মা- ইউম্‌সিকুহুন্না ইল্লার্ রাহ্‌মা-নু ; ইন্নাহূ বিকুল্লি শাইয়িম্ বাস্বীর।
লক্ষ্য করে না, যারা পাখা বিস্তার করে আবার সংকুচিত করে? তাদেরকে পর করুণাময় (আল্লাহ)-ই স্থির করে রাখেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ব বিষয়ের দর্শনকারী।

(২০) أَمَّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ دُونِ الرَّحْمَٰنِ ۚ إِنِ الْكَٰفِرُونَ إِلَّا

২০। আম্মান্ হা-যাল্লাযী হুওয়া জ্বন্দুল্ লাকুম ইয়ান্‌স্বুরুকুম্ মিন্ দূনির্ রাহমা-নি ; ইনিল্ কা-ফিরূনা ইল্লা-
(২০) পরম করুণাময় আল্লাহ ব্যতীত? তোমাদের কি কোন বাহিনী আছে, যারা তোমাদের সাহায্য করতে পারে, কাফিরেরা তো চরম বিভ্রান্তির মধ্যেই

فِي غُرُورٍ ۝ أَمَّنْ هَٰذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ ۚ بَلْ لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ

ফী গুরূর। ২১। আম্মান্ হা-যাল্লাযী ইয়ার্‌যুক্বুকুম ইন্ আম্‌সাকা রিয্‌ক্বাহূ, বাল্ লাজ্বজূ ফী 'উতুওয়িঁও
পড়ে আছে। (২১) এমন কে আছে, যে তোমাদেরকে খাদ্যের ব্যবস্থা করবে, যদি তিনি (আল্লাহ) তাঁর জীবিকা বন্ধ করে দেন? বরং তারা (কাফিরেরা) বিদ্রোহিতায় ও

وَنُفُورٍ ۝ أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ

ওয়া নুফূর। ২২। আফামাইঁ ইয়াম্‌শী মুকিব্বান 'আলা- ওয়াজ্বহিহী~আহ্‌দা~আম্মাইঁ ইয়াম্‌শী সাওয়িইয়্যান্ 'আলা- স্বিরা-ত্বিম্
বিমুখতায় অটল রয়েছে। (২২) আচ্ছা, যে ব্যক্তি মুখ নীচু করে (কুজো হয়ে) চলে, সে কি সঠিক পথে চলে, না সে সোজা হয়ে সরল

مُّسْتَقِيمٍ ۝ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۚ

মুস্তাক্বীম। ২৩। কুল্ হুওয়াল্লাযী~আন্‌শাআকুম ওয়া জ্বা'আলা লাকুমুস্ সাম'আ ওয়াল্ আব্‌স্বা-রা ওয়াল আফ্‌ইদাতা ;
পথে চলে? (২৩) বলুন, তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে দিয়েছেন (শোনার জন্য) কর্ণ, (দেখার জন্য) চক্ষু এবং অন্তর;

قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۝ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۝

ক্বালীলাম মা- তাশ্‌কুরূন। ২৪। কুল্ হুওয়াল্লাযী যারা-আকুম ফিল্ আরদ্বি ওয়া ইলাইহি তুহ্‌শারূন।
তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর। (২৪) বলুন, তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে বিস্তার করেছেন এবং তাঁর দিকেই তোমরা সমবেত হবে।

ل ওয়াক্বফে মঞ্জিল ع ওয়াক্বফে গোফ্‌রান م ওয়াক্বফে লাযেম

○ টীকা (আঃ ১৯) ঃ এতে স্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে, কুফর নিতান্ত ঘৃণিত ও নিন্দনীয়। অতএব, হে কাফেরের দল! কোন কারণে যদি তোমরা ইহজগতে আযাব হতে রক্ষাও পাও, তবুও পরজগতে আল্লাহ্‌র এ ভীতি প্রদর্শন অনুযায়ী তোমাদের শাস্তি হওয়া অনিবার্য। (বঃ কোঃ)

○ টীকা (আঃ ২২) ঃ সারমর্ম এই যে, তোমাদের এ মিথ্যা উপাস্যসমূহ তোমাদের কোন ক্ষতিও রোধ করতে পারে না এবং তোমাদের কোন উপকারও করতে সক্ষম নয়। সুতরাং এরূপ অথর্ব পদার্থের উপাসনা করা নিছক বোকামি ছাড়া আর কিছুই নয়। (বঃ কোঃ)

○ টীকা (আঃ ২৩) ঃ অনুরূপভাবে মু'মিনদের অবলম্বিত পথ সরল ও সোজা। অতিরিক্ততাও নাই, ন্যূনতাও নাই। পক্ষান্তরে কাফেরদের পথ বাঁকা ও ভ্রান্তিমূলক। ধ্বংসাত্মক ও ভয়ঙ্কর অবস্থার মধ্যে তাদের চলতে হয়, সুতরাং গন্তব্যস্থানে পৌঁছা তাদের পক্ষে অসম্ভব। (বঃ কোঃ)

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٥﴾ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ

২৫। ওয়া ইয়াকূলূনা মাতা- হা-যাল্ ওয়া'দু ইন্ কুন্তুম স্বা-দিক্বীন। ২৬। কুল্ ইন্নামাল্ 'ইল্মু 'ইন্দাল লা-হি,
(২৫) কাফেরেরা বলে যে, কখন এ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন হবে তা বল, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক? (২৬) বলুন, এ সম্পর্কিত জ্ঞান একমাত্র আল্লাহরই কাছে,

وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٢٦﴾ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا

ওয়া ইন্নামা ~আনা নাযীরুম মুবীন। ২৭। ফালাম্মা- রাআওহু যুল্ফাতান্ সী—আত্ উজূহুল্ লাযীনা কাফারূ
আমিতো শুধু মাত্র একজন স্পষ্ট সাবধানকারী। (২৭) যখন তারা প্রতিশ্রুতি দিবসকে খুব নিকটে দেখতে পাবে, তখন সে কাফিরদের মুখমন্ডল কালো হয়ে যাবে

وَقِيلَ هَٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ ﴿٢٧﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ

ওয়া ক্বীলা হা-যাল লাযী কুন্তুম বিহী তাদ্দা'ঊন। ২৮। কুল আরাআইতুম্ ইন্ আহ্লাকানিয়াল্লা-হু
এবং তাদেরকে বলা হবে এটাই তা যা তোমরা অন্বেষণ করছিলে। (২৮) বলুন, তোমরা কি চিন্তা করে দেখছ, যদি আমাকে এবং আমার সাথীদেরকে আল্লাহ

وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٨﴾ قُلْ

ওয়া মাম্ মা'ইয়া আও রাহ্মিানা- ফামাই ইউজীরুল কা-ফিরীনা মিন্ 'আযা-বিন্ আলীম। ২৯। কুল্
বিনাশ করে দেন অথবা আমাদের ওপর অনুগ্রহ করেন, তবে কাফিরদেরকে কষ্টদায়ক শাস্তি হতে কে রক্ষা করবেন? (২৯) বলুন,

هُوَ الرَّحْمَٰنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ۖ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢٩﴾

হুওয়ার্ রাহ্মা-নু আ-মান্না- বিহী ওয়া'আলাইহি তাওয়াক্কালনা-, ফাসাতা'লামূনা মান্ হুওয়া ফী দ্বালা-লিম্ মুবীন।
তিনিই পরম করুণাময়, আমরা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি এবং তাঁরই ওপর আমাদের ভরসা, তোমরা অচিরেই জানতে পারবে যে, কে স্পষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যে আছে।

ع ১৬ ২ রুকূ ২

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ ﴿٣٠﴾

৩০। কুল্ আরাআইতুম ইন্ আস্বাহা মা—উকুম গাওরান ফামাই ইয়া'তীকুম্ বিমা—ইম্ মা'ঈন।
(৩০) বলুন, তোমরা কি চিন্তা করেছ যে, যদি তোমাদের পানি ভূমির তলদেশে চলে যায়, তখন এমন কে আছে, যে তোমাদের জন্য প্রবহমান পানি নিয়ে আসবে।